

letters.ittefaq@gmail.com

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন



ধর্মীয় শিক্ষকের প্রধানশিক্ষক হওয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা হোক

আমরা বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর ধর্মীয় শিক্ষকগণ বিএড-এর ছেলে বেতনভাতা পাননি। কিন্তু আমাদের ১২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও প্রধানশিক্ষক পদের জন্য আবেদন করতে পারি না। জানা যায়, ধর্মীয় শিক্ষককে প্রধানশিক্ষক হতে হলে কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়। শর্তগুলো হলো—ক. কনিষ্ঠতার পর জেনারেল স্নাতক (বিএ) পরীক্ষা দিতে হবে। খ. টিচার ট্রেনিং কোর্স থেকে বিএড থাকতে হবে। গ. ধর্মীয় শিক্ষক হিসাবে যোগদানের পর থেকে ১২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ঘ. কনিষ্ঠ পরীক্ষার পরপরই স্নাতক ও টিটিসি থেকে বিএড করতে হবে—মাঝখানে কোনো বিরতি দেয়া যাবে না।

আমার দাখিল ১৯৮৫ সালে; এখন দাখিলকে এসএসসি পরীক্ষার সমমান দেয়া হয়েছে। অতিন থেকে কনিষ্ঠ পর্যন্ত আরবি বিষয়ের পাশাপাশি

রাশো, সুতিখাস, ইংরেজি পাঠ্য ছিল। আমি কনিষ্ঠ করে ধর্মীয় শিক্ষক হিসাবে ১৯৯৫ সালে যোগদান করি। তারপর কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে সাহায্যকারী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স, টিটিসির ড্যানু প্রতিষ্ঠান থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একই প্রশংসিত বিএড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (IER) এমএও (শিক্ষা ও প্রশাসন) করার পরও প্রধানশিক্ষক পদে আবেদন করতে পারছি না। আবার জেনারেল শিক্ষকদের ঠিকই টিটিসি ড্যানু প্রতিষ্ঠান থেকে বিএড করার পর বিএড-এর ছেলে বেতন হয়। ধর্মীয় শিক্ষকের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কনিষ্ঠ করার পর ধর্মীয় শিক্ষককে বিএড-এর মান এবং বেতনভাতা দেয়ার পরও কেন প্রধানশিক্ষক হওয়ার ক্ষেত্রে এই বৈষম্য? বিষয়টির প্রতি সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

নাছমা বেগম, সিদ্ধেশ্বরী সেন, ঢাকা